চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১১ ফেব্রুয়ারি'২০২৪খ্রি.

চট্টগ্রামের রূপে মুগ্ধ ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত
চট্টগ্রামকে নিয়ে লেখা কবিতা পড়ে শোনালেন মেয়রকে

চট্টগ্রামের রূপে মুগ্ধ ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত লিও টিটো এল অসান জুনিয়র (খবড়. এঁরঃড় খ. অঁংধহ ঔৎ.) চট্টগ্রামকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

রোববার টাইগারপাস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র (প্রতিমন্ত্রী) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে এক প্রাণবন্ত সৌজন্য সাক্ষাকালে কবিতাটি পড়ে শোনান রাষ্ট্রদূত। 'অড টু চিটাগং' কবিতাটি শুনে রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনীতি নিয়ে একাধিক বই লেখা মেয়র রেজাউল।

এশিয়ার দুই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখার নানা দিক নিয়ে আলাপ হয় দু'জনের মাঝে। এসময় মেয়র বলেন, এশিয়ার দুই দেশ বাংলাদেশ এবং ফিলিপাইনের মাঝে বিদ্যমান সুসম্পর্ককে কাজে লাগালে দুটি দেশই আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে লাভবান হতে পারে। উন্নত দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে চট্টগ্রাম বৈদেশিক বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ফিলিপাইন এই সোনালী সুযোগকে কাজে লাগাতে চট্টগ্রামে বিনিয়োগ করলে বেশ লাভবান হবে।

এসময় ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত লিও টিটো এল অসান জুনিয়র বলেন, চট্টগ্রামের সৌন্দর্যে আমি এতটা মুগ্ধ যে চট্টগ্রাম নিয়ে কবিতা লিখেছি। রিকশা, রিকশার পেইন্টিং এবং স্বাজ-সজ্জা বেশ চমৎকার লেগেছে আমার। পাহাড়, নদী, গাছ আর রঙিন ফুলে ভরা চট্টগ্রামের উচিৎ পর্যটন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করা।

"আমি মনে করি পর্যটন খাত চট্টগ্রামকে বিশ্বের একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করতে পারে। বিশেষ করে যেহেতু চট্টগ্রামে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত আসে সেহেতু ব্যবসায়ীক কাজের অবসরে তারা বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ফলে চট্টগ্রাম কেবল বাণিজ্যিক নগরীই নয় বরং অবসর বিনোদনের নগরীতেও পরিণত হবে।"

জবাবে মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ওশান এমিউজম্যান্ট পার্কসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে চসিকের সাফল্য তুলে ধরে ট্যুরিজম খাতের বিকাশেও কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, বাংলাদেশস্থ ফিলিপাইন এম্বেসির থার্ড সেক্রেটারি ও ভাইস কনসাল মারিয়া তানিয়া বি গৌরানো (গধৎরধ ঞধহুধ ই. এধঁৎধহড়), কমিউনিকেশন অফিসার ও এটাশে ওয়েস্পার জন এল পাসোক (ডবসঢ়বৎৎ ঔড়যহ খ. চধংড়শ), চট্টগ্রামে ফিলিপাইনের অনারারি কনসাল জেনারেল আবদুল আউয়াল, ফিলিপিন কনস্যুলেট চট্টগ্রামের চীফ অফ স্টাফ শেখ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে বই মেলায় ড. অনুপম সেন
রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের নয় বিশ্ব সাহিত্যেরও সম্পদ

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও কর্মজীবনে আমাদের অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আজকের রবীন্দ্র উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন।
তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের নয় বিশ্ব সাহিত্যেরও সম্পদ। তাঁর কলমে আমাদের সমাজ এবং সংস্কৃতি নির্মিত হয়েছে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। সংকীর্ণতার পথ থেকে মানুষকে মুক্তির দিকে আহ্বান করেছেন তিনি। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলার জন্য রবীন্দ্রনাথ আজকে আরও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান বিশ্বে চলমান যুদ্ধ-সংঘর্ষ মোকাবিলায়

রবীন্দ্রনাথ হতে পারে বিশ্ববাসীর অন্যতম সহায়। বিশ্বব্যাপী মৌলবাদীদের উত্থান, জাতীয়তাবাদীদের সংকীর্ণতা, শ্রেণিবৈষম্য, জাতিতে জাতিতে হানাহানি বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ড. অনুপম সেন বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধে জাতির সংকট মোচনে এক মহামানবের প্রত্যাশা করেছিলেন। বাঙ্গালি জাতির চরম ক্রান্তিলগ্নে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমার বিশ্বাস বঙ্গবন্ধুই কবিগুরুর সেই মহামানব।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পৌছে দিয়েছেন বিকাশের চুড়ান্ত সোপানে। আর মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্টভাষা করার জন্য বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আত্মমর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

রবিবার বিকালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদ ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতায় বইমেলা মঞ্চে রবীন্দ্র উৎসবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনোয়ারা আলমের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বই মেলা কমিটির আহবায়ক কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের সম্পাদক সৈয়দ ওমর ফারুক ও কাউন্সিলর মোহাম্মদ শহীদুল আলম।

আলোচনা সভা শেষে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন অভ্যুদয় সঙ্গীত অঙ্গন, ঘুংঘুর নিত্যকলা একাডেমি, স্কুল অব ওরিয়্যান্টাল ডান্স,শিল্পী রূপসী হোড়,এনড্রিল ভিনসেন্ট ক্রাউলী,অনন্দিতা মুৎসুদ্দি।

আগামীকাল সোমবার বিকাল ৪.৩০ টায় বই মেলা মঞ্চে নজরুল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মোহিতুল আলম।

ফুটপাত পুনদর্খল ঠেকাতে মনিটরিং করছে চসিক
২০ দোকান অপসারণ, ৬ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চট্টগ্রাম নগরীতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উচ্ছেদ অভিযান চালানোর পর পুনরায় দখল ঠেকাতে মনিটরিং করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। রাস্তা, ফুটপাত ও নালা দখলে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা, জরিমানাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

রোববার চসিকের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরীন ফেরদৌসী গত ০৮ ফেব্রুয়ারিতে উচ্ছেদকৃত শাহ আমানত সিটি কর্পোরেশন মার্কেট থেকে ফলমন্ডি পর্যন্ত এলাকায় চট্টগ্রাম সিটি মেয়র (প্রতিমন্ত্রী) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও ফুটপাত মনিটরিং করেন।

এসময় সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তা, ফুটপাত ও নালার জায়গায় দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও মটরসাইকেল রেখে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে মোট ৬ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক সাড়ে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন তিনি। এছাড়া অস্থায়ীভাবে বসা কিছু দোকান অপসারণ করা হয়।

তাছাড়া, চট্টগ্রাম কলেজ মোড় থেকে চকবাজার লালচাঁদ রোড এলাকায় ফুটপাতের উপর অবৈধভাবে গড়ে উঠা ২০ টি দোকান অপসারণ করে রাস্তা ও ফুটপাতের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করে সর্বসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরীন। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮